বাংলা রেডিও এবং আয়রন সাহেব

কর্ণফুলীর সমবেদনা

সিডনীবাসী যে সকল বাংলাভাষী সাপ্তাহিকভাবে প্রচারিত কমিউনিটি রেডিওগুলো শুনেন তারা ইতিমধ্যে হয়তবা অবগত হয়েছেন যে গত একবছরে বেশ কয়েকটি রেডিও নানা কারনে ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা সম্প্রতি জানতে পারি যে সিডনীর একজন নিবেদিত ও প্রবীণ সাংস্কৃতিক কর্মী মিজানুর রহমান (তরুন) কর্তৃক পরিচালিত বহুল জনপ্রিয় বাংলা রেডিও 'একুশে বেতার'টি আগামী কয়েক সপ্তাহ পর চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। পারিবারিক একান্ত সময়গুলো খরচ করে বছরের পর বছর তিনি নিজের গাঁটের টাকা ঝেড়ে দেড় ঘন্টার উক্ত চ্যানেলটি প্রতি রবিবার বিকেলে তিনি প্রচার করতেন। নিদারুন অভিমান ও দুঃখ বুকে নিয়ে এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটি তিনি এখন বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। গত হপ্তায় (১৯/০৮/০৭) হৃদয়বিদারক আবহ সঙ্গীত বাজিয়ে যখন তিনি শুধুমাত্র 'অর্থনৈতিক' ও 'সময়ের অভাব' কারণ দুটি জানিয়ে ঘোষনাটি প্রচার করেন ঠিক তারপর পর পরই সিডনী সহ বিশ্বের অন্যান্য শহর থেকে, যারা ইন্টারনেটে অনুষ্ঠানটি শুনেন, তারা সকলে তরুনকে সহানুভুতি জানান এবং অনুষ্ঠানটি ধরে রাখার আবদার করেন। সে সকল গুনগ্রাহী ও বিদগ্ধ শ্রোতাদের কথা বিবেচনা করে তরুন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 'টেরিস্টেরিয়ালের' বিকল্প হিসেবে তিনি একই নামে এবং মানের একটি ইন্টারনেট-রেডিও সহসা চালু করবেন। উক্ত বিষয়ে এখন থেকেই তিনি কারিগরী দিকগুলোর ছক নিখুঁতভাবে আঁকা শুরু করেছেন। ওদিকে 'অজবাংলা রেডিও' নামে শনিবার দুপুরের দুঘন্টার অনুষ্ঠানটিকে এক ঘন্টায় সংকুচিত এবং সস্তা ও অজনশ্রুত সময়ে পরিবর্তন করার পরও নিস্তার পায়নি এর পরিচালক এবং সিডনীর বাঙ্গালীদের 'মিডিয়া-মুঘল' নামে খ্যাত লুঃর শাওন। বিশ্বস্থসুত্রে জানা গেছে তিনি অতি সহসা উক্ত বাংলা প্রোগ্রামটি অন্য আরেকজনের কাছে বিক্রি(!) করে 'মিডিয়া-গ্রুপ' ডিরেক্টর পদবী থেকে অব্যাহতি নেবেন।

প্রতি বৃহস্পতিবার পূর্ন কর্মদিবসে ঠিক ভরদুপুরে প্রবাসী বাংলাদেশী বেকার, 'হাউজ-হাজবেন্ড', ডমেষ্টিক চাইল্ডকেয়ারার, অসুস্থ রোগী ও পঙ্গু শ্রোতাদের কথা বিবেচনা করে তরুনের ষ্টেশন থেকে কণ্ঠরাজ নামে খ্যাত বিশিষ্ঠ উপস্থাপক সাঃইঃ রসুল দু ঘন্টার যে বাংলা অনুষ্ঠানটি গত দুবছর ধরে প্রচার করছিলেন সেটিও এখন প্রায় বন্ধ হবার পথে। দুয়ারের একপাটি কপাট ভেজে দেয়ার মত তিনি এখন মাঝে মধ্যে অনুষ্ঠানটি আর হাওয়ায় ছাড়েন না। পুর্নাঙ্গ বন্ধ করে দেবার পুর্ব প্রক্রিয়া হিসেবে তিনি গত ২৩ আগষ্ট তার অনুষ্ঠানটি প্রচার করেননি। উক্ত রেডিও অনুষ্ঠানটি অদুর ভবিষ্যতে নিশ্চিৎ বন্ধ হবে জেনেই ইতিপুর্বে কর্ণফুলীতে এক চিলতে সংবাদ প্রচার হলে তার উত্তরে মিঃ আয়রন রসুল নামে একজন শক্তিমান পুরুষ তখন কর্ণফুলীতে একটি সুন্দর ইমেইল পাঠিয়েছিলেন। সিডনীতে যারা নিজের শ্রম, অর্থ ও শক্তি দিয়ে রেডিওতে বাংলানুষ্ঠান প্রচার করেন ও নানাভাবে কমিউনিটির সেবা করছেন তাদের শ্রম ও সাধনা কখনো বিফলে যাক সেটা সুস্থ চিন্তা ও মন মানসিকতার কেউই কখনো কামনা করে না। প্রবাসে পর পর এভাবে বাংলা রেডিও চ্যানেলগুলো বন্ধ হয়ে যাবার কারণ ও উৎসটি আজ সত্যি ভেবে দেখার সময় এসেছে। সকলের বিশ্লেষন করে দেখা উচিৎ কে এবং কারা কি উদ্দেশ্যে মুলত এই সকল রেডিওগুলো চালু করেছিলেন এবং অতপর কোন কারণ না দেখিয়ে আচানক কেনইবা বন্ধ করে দিচ্ছেন। সকলের নিশ্চয় একই কারণ ও উদ্দেশ্য ছিলনা। এক্ষেত্রে 'রূপসী বেতার' এর রফিকুল হক সাগর ও 'একুশে বেতার' এর মিজানুর রহমান তরুন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তারা দুজনেই সৎ সাহস বুকে নিয়ে তাদের রেডিও অনুষ্ঠান বন্ধ করার কারণ শ্রোতাদের কানে যথা সময়ে তুলে ধরেছেন। সাঃইঃ রসুলের রেডিও অনুষ্ঠানটি ভবিষ্যতে চুড়ান্তভাবে বন্ধ হওয়ার পর মিঃ আয়রন সাহেবের প্রেরীত ও কর্ণফুলীর কাছে সুরক্ষিত সেই ইমেইলটির ভাষা বিশ্লেষন করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। মিঃ আয়রন রসুলের ইমেইল থেকেই পাঠক সহজে অনুধাবন করতে পারবেন সিডনীতে কেন ব্যাঙের ছাতার মত এত রেডিও'র জন্ম হয়েছিল এবং কারা এর মূল উদ্যেক্তা।